প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

আল্লামা মুফ্‌তী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

দু'টির বেশি প্রশ্ন গৃহীত হবেনা একটি কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানাঃ প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (২য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।

ইয়াহিয়া বিন সিদ্দিক ও
মুহাম্মদ বোরহান উদ্দিন
ছাত্র- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্নঃ আমরা যে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মানি ও পালন করি এবং এতে যেসব আচার ও অনুষ্ঠানাদি (মিলাদ শরীফ, দরূদ-সালাম, রাসূলে পাকের (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র জীবন কর্ম ও শান-মান আলোচনা ইত্যাদি হয় তা কি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় সম্মানীত সাহাবায়ে কেরাম পালন করেছেন? কেউ কেউ এসব অনুষ্ঠানাদিকে বিদআত ও ক্বোরআন-সুন্নাহ বিরোধী বলে সমাজে তিফনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। ক্বোরআন-সুন্নাহ্ এর আলোকে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তরঃ এ ধরা বুকে প্রিয়নবী দোজাহানের আক্বা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শুভাগমন মুহূর্ত অথবা দিবস বা মাসকে কেন্দ্র করে ক্বোরআন পাকের তেলাওয়াত, দরূদ-সালাম পাঠ, হামদ, নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জন্মবৃত্তান্ত ও জীবন চরিত আলোচনা মিলাদ- কেয়াম ও দোয়া মুনাজাত এবং গরীব অসহায়দেরকে সদকাহ্, দান-খায়রাত করা আর এ উপলক্ষে জুলুস বা শোভাযাত্রা বের করে আনন্দ উৎসব প্রকাশ করা ইত্যাদি মূলত পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বা প্রিয়নবীর শুভাগমন উপলক্ষে খুশী উদযাপন করা বলা হয়।

আর মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও নিয়ামত প্রাপ্তির শুকরিয়া আদায় করে খুশি উদযাপন করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে প্রদান করেছেন যে -

قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون-(سورة يونس)

অর্থাৎ "হে মাহবুব! আপনি বলুন, আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া প্রাপ্তিকে সেটার উপর যেন তারা অবশ্যই আনন্দ প্রকাশ করে। তা তাদের সঞ্চয়কৃত সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়। [সূরা ইউনুস, আয়াত-৫৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত ইমাম জালালুদ্দীন সয়ূতী আলায়হির রাহমা তাঁর তাফসীর গ্রন্থ "আদ-দুররুল মনসূর" এ বর্ণনা করেছেন।

اخرج ابو الشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى الاية قال فضل الله العلم ورحمته النبى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما ارسلناك الّا رحمة للعلمين-

রয়িসূল মুফাসসেরীন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, "এখানে আল্লাহর অনুগ্রহ (فضل الله) দ্বারা 'ইলমে দ্বীন' বুঝানো হয়েছে আর 'রহমত' (رحمة) দ্বারা বুঝানো হয়েছে নবী করীম সরকারে দু'আলম নূরে মুজাস্‌সাম আমদের প্রিয় আক্বা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য সূরায় এরশাদ করেছেন, হে হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের প্রতি 'রহমত' করেই প্রেরণ করেছি। [সূরা আম্বিয়া, আয়াত- ১০৭]

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে যে অগণিত অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা ধন্য করেছেন তন্মধ্যে এ ধরার বুকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শুভাগনের চেয়ে বড় অনুগ্রহ ও দয়া আর কি হতে পারে? ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এভাবে উল্লেখ করেছেন-

واى نعمة اعظم من بروز هذا النبى صلى الله عليه وسلم-
অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র এ ধরা বুকে শুভাগমনের চেয়ে বড় নেয়ামত সৃষ্টিকুলের জন্য আর কি হতে পারে? অবশ্যই আর কিছুই হতে পারে না।

আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম তাঁর উম্মতের প্রতি আসমান হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ হবার দিবসকে পূর্ব ও পরবর্তীদের জন্য ঈদ বা উৎসবের দিনরূপে আখ্যায়িত করেছেন। যা পবিত্র ক্বোরআন দ্বারা প্রমাণিত। এ জন্যই তো খ্রিস্টান সম্প্রদায় রবিবারকে আজ পর্যন্ত তাদের সাপ্তাহিক উৎসবের দিন ও ছুটির দিন হিসেবে পালন করে আসছে। কেননা সেদিন খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা তাদের জন্য আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল। এখন চিন্তা করার বিষয় যে, যেদিন 'খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা' নাযিল হয়েছিল সেদিনটি যদি হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর পূর্ব ও পরবর্তী উম্মতের জন্য ঈদের দিন হিসেবে মর্যাদা লাভ করে, তবে যে মহান দিবসে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত ও রহমত হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর বুকে তাশরীফ আনেন, সেদিনটি মুসলমানদের জন্য কি ঈদ বা খুশির দিন হবে না? হ্যাঁ অবশ্যই তা ঈদের দিন এবং পরম আনন্দের মুহূর্ত। মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র জন্মবৃত্তান্তের আলোচনা স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামগণ করেছেন মর্মে বর্ণনা দেখা যায়। সাতশত হিজরীর প্রখ্যাত মুহাদ্দীস শায়খ আবুল খাত্তাব ইবনে দাহিয়া রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর রচিত 'আত-তানবীর ফী মাওলদিল বশীরিন্নাজীর' কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তদ্রুপ এ সমস্ত বর্ণনাসমূহ হাদীস ও ফিক্বহের প্রসিদ্ধ ইমাম হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহ্ আলায়হি তাঁর রচিত 'আল-হাবীলিল ফতোয়া'য় উল্লেখ করেছেন-

وعن ابن عباس رضى الله عنه انه يحدث ذات يوم
فى بيته وقائع ولادة النبى صلى الله عليه وسلم
فدخل فقال حلت لكم شفاعتى-

অর্থাৎ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন নিজ ঘরে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বেলাদত শরীফ অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রিয় নবীর শুভাগমনের ঘটনাবলী বর্ণনা করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর ঘরে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করলেন এবং এরশাদ করলেন- তোমাদের জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়েছে।

[আত-তানবীর,কৃত ইমাম ইবনে দাহিয়া রহ.]

উক্ত কিতাবে আরো বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন-

عن ابى الدرداء رضى الله عنه مرمع النبى صلى الله عليه وسلم الى بيت عامر الانصارى وكان يعلم وقائع ولادته صلى الله عليه وسلم لابنائه وعشيرته يقول هذا اليوم فقال عليه الصلوة السلام ان الله فتح لك ابواب الرحمة والملائكة يستغفرون لك ومن فعل فعلك نجا نجاتك-

অর্থাৎ প্রিয়নবীর সাহাবী হযরত আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার সাথে আনসারী সাহাবী হযরত আমের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র গৃহে গমন করেছিলেন, তখন হযরত আমের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় সন্তান ও গোত্রের সবাইকে নিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার বেলাদতের ঘটনাবলী শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন- অদ্যকার পবিত্র দিনেই প্রিয়নবী'র এ পৃথিবীতে শুভাগমন হয়েছিল। তখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন হে আমের নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য রহমতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন এবং ফেরেশতারা তোমার জন্য ইস্তিগফার করছেন। অতঃপর যারা একাজ করবে, তারা তোমার মত মুক্তি লাভ করবে।

এ সমস্ত বর্ণনা ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাজী সৈয়্যদ আজিজুল হক শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর রচিত ফতোয়ায়ে আজিজি'তেও উল্লেখ করেছেন।

এভাবে দেখা যায় যে, নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জাহেরী হায়াত থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুগে যুগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী তথা ধরার বুকে মহানবীর শুভাগমের দিন ও মাসে সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জীবন চরিত ও শান-মান বর্ণনার মাধ্যমে বিশেষত: এ পবিত্র দিনে ও মাসে খুশি ও

আনন্দ সাহাবী, তাবেয়ী, তবে তাবেয়ী ও অলিগণ উদযাপন করেছেন ও করে আসছেন।

বুখারী শরীফের অন্যতম ব্যাখ্যাকারী আল্লামা ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম ইবনে হাজার হায়তামী মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম ইবনে জূজী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও মোল্লা আলী কারী হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সহ প্রখ্যাত হাদিস ও ফিক্বহের ইমামগণ, অলি, কুতুব ও বুজর্গানে দ্বীন যুগে যুগে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রসঙ্গে স্বীয় কিতাব সমূহে এরশাদ করেছেন: যেমন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শাইখ আবদুল হক দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

لايزال اهل الاسلام يحتفلون شهر مولده صلى الله عليه وسلم ويعملون الولائم ويصدقون فى لياليه بانواع المبرات ويعتنون بقراة مولده الكريم- ماثبت من السنة- ১০২

অর্থাৎ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার বরকতময় শুভাগমনের নূরানী মাসে মুসলমানগণ সর্বদা মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করে আসছেন এবং খাবারের ব্যবস্থা করে থাকেন। শুকরিয়া আদায় স্বরূপ রবিউল আউয়ালের প্রত্যেক রাতে সদকা-খায়রাত করে খুশি উদযাপন করে থাকেন, নফল ইবাদত বৃদ্ধি করেন এবং অত্যন্ত মর্যাদাসহকারে মিলাদুন্নবীর পবিত্র ঘটনাবলী ও কসিদাসমূহ পাঠ করে থাকেন।

[মা সাবাতা মিনাসসুন্নাহ্, পৃষ্ঠা- ১০২]

ইমাম কস্তুলানী ও ইমাম ইবনে জূজী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা প্রমুখও উপরিউক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উল্লিখিত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বরকতময় অনুষ্ঠান সমূহ আয়োজন করা নতুন কোন বিষয় বা বিদআত নয় বরং এটা সাহাবায়ে কেরামদের পবিত্র আমল বা কর্ম দ্বারা প্রমাণিত, ক্বোরআন-সুন্নাহ্ সম্মত এবং যুগ যুগ ধরে নবী প্রেমিক প্রকৃত মুসলমানগণের পালন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ শুভ আমল। তাই আল্লাহ্ তা'আলার সর্বোত্তম নেয়ামত ও রহমত হুজুর সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পৃথিবীতে শুভাগমনের পবিত্র মাস রবিউল আউয়াল শরীফে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা, প্রিয় নবীর অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করা, দান-খায়রাত করা, ভাল খাবার তৈরি করে পরিবার-পরিজন এবং মিসকিনদের মাঝে পরিবেশন করা, জশনে জুলুস করা, ক্বোরআন-এ পাক তেলাওয়াত, হামদ-নাত পাঠের মাধ্যমে আনন্দ উৎসব করা এবং অন্যান্য পূণ্যময় কর্মের উদ্যোগ নেয়ার রীতি-নীতি চলে আসছে। ফলে এর দ্বারা ঈমানদারগণ মহান আল্লাহর রহমত ও করুণা লাভে ধন্য হয়ে আসছেন। এতে মুসলমানদের ঈমান সুদৃঢ় হয় আর সমাজে ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির চর্চা ও অনুশীলন বৃদ্ধি পায় এবং মুসলমানগণ পারস্পরিক হৃদ্যতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা লাভ করে। তাই মুসলমানদের উচিত পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে আদব ও মহব্বতের সাথে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করে ইহকাল ও পরকালের অসংখ্য নেয়ামত ও কল্যাণ লাভে ধন্য হওয়া। উল্লেখ্য যে, যারা বা যে সব মহল পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নেক ও শুভ আমল সমূহকে ঠাট্টা কঠুক্তি করে মুসলিম সমাজে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে তারা মূলত ভন্ড ও বেয়াদবদের অন্তর্ভুক্ত। ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার পবিত্র অনুষ্ঠানসমূহ যে বৈধ ও মুস্তাহাব এ বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থাদি ও নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহ যথা:

"আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া" কৃত: ইমাম আহমদ কস্তুলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি,

"আল অসায়েল ফি শরহিস্ শামায়েল" ও "আল হাবীলিল ফাতওয়া" কৃত: ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি,

হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি রচিত "মা সাবাতা মিনাস্সুন্নাহ্" পৃষ্ঠা -১০২,

এবং ওহাবী দেওবন্দী মৌলানাগণের পীর-মুর্শিদ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মক্কী রচিত "ফায়সালায়ে হাফত মাসআলা" (পৃষ্ঠা-৯) ও আমার রচিত এবং আনজুমান কর্তৃক প্রকাশিত যুগজিজ্ঞাসা এবং মাসিক তরজুমানের বিগত সালের ঈদে

মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার সংখ্যা সমূহ ইত্যাদি দেখার অনুরোধ রইল।

✍ **মুহাম্মদ আবছার ও রাশেদ**
ছাত্র: জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম

সৈয়দ মুহাম্মদ মেহেদী হাসান
শাহ্পুর দরগাহ্ শরীফ কুমিল্লা।

প্রশ্ন: সূরা মায়েদার আয়াত- قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। উক্ত আয়াতে করিমায় নূর দ্বারা কোন সত্তাকে বুঝানো হয়েছে? এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ তাফসির ও কিতাবের উদ্ধৃতি সহ পেশ করলে ধন্য হব।

কেউ কেউ বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য বলে যে, এ আয়াতে নূর দ্বারা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয় নাই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার নিবেদন রইল।

উত্তর: সূরা মায়েদার উক্ত আয়াত قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব (ক্বোরআন) এসেছে। [সূরা মায়েদা, আয়াত- ১৫]

উক্ত আয়াতে ''নূর'' দ্বারা নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে যা অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য তাফসীরকারকদের মত। কেউ কেউ বলেছেন যে, নূর দ্বারা ইসলাম আবার কেউ বলেছেন ক্বোরআনকেই বুঝানো হয়েছে। নির্ভরযোগ্য অধিকাংশ তাফসীরে রয়েছে যে নূর দ্বারা নূরে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)কে বুঝানো হয়েছে। যেমন মুফাসসির কুল সম্রাট, বিশিষ্ট সাহাবী, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় তাফসীর ''তাফসীরে ইবনে আব্বাস''-এ উল্লেখ করেন-

قد جاءكم من الله نور يعنى محمد صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে অর্থাৎ নূর দ্বারা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। [তাফসীরে ইবনে আব্বাস: পৃষ্ঠা ৮৫]

বিখ্যাত মুফাসসির ও মুহাদ্দিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় তাফসীরে জালালাইন এর ১০১ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, قد جاءكم من الله نور هو النبى صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে, সেই নূর হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

[তাফসীরে জালালাইন, পৃষ্ঠা ১০১]

ইমাম খাজেন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

قد جاءكم من الله نور يعنى محمد صلى الله عليه وسلم انما سماه الله نورًا لانه يهتدى به كما يهتدى بالنور فى الظلام-

নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট নূর এসেছে আর তা হল মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নূর! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে নূর হিসেবে নামকরণ করেছেন, কারণ তাঁর দ্বারা মানুষ হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। যেমনিভাবে নূর দ্বারা অন্ধকারে আলো পায়।

[তাফসীরে খাজেন, পৃষ্ঠা ২/২৩: মিশর থেকে মুদ্রিত]

ইমাম কাজী নাসিরুদ্দীন বায়জাভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি উল্লেখ করেন, قيل يريد بالنور محمد صلى الله وسلم অর্থাৎ এটাও বলা হয়েছে যে, আয়াতে নূর মানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে।

[তাফসীরে বায়জাভী, পৃষ্ঠা ২/৩০: বৈরুত থেকে মুদ্রিত]

বিখ্যাত উসূলবিদ ও মুফাসসীর আবুল বারাকাত নাসাফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

قدجاءكم من الله نور النور محمد صلى الله عليه وسلم لانه يهتدى به كما سمى سراجا منيرًا-

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। আর ''নূর'' হল মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। কারণ তাঁর মাধ্যমে পথের দিশা পাওয়া যায়। যেমনিভাবে তাঁকে সুউজ্জ্বল প্রদীপ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

[তাফসীরে মাদারিকুত তানজীল- ১/২৭ পৃষ্ঠা]

আল্লামা ইমাম সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি উক্ত আয়াতে করিমার তাফসীরে বলেন,

قد جاءكم من الله نور اى عظيم وهو نور الانوار والنبى المختار صلى الله عليه وسلم اليه ذهب قتادة والزجاج-

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান নূর এসেছে। আর তিনি হচ্ছেন নুরুল আনোয়ার বা সকল নূরগুলোর নূর নবীয়ে মুখতার

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত কাতাদাহ্ ও যুজাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা-এর অভিমতও তাই।

বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قيل المراد بالاول هو الرسول عليه الصلوة والسلام وبالثانى القران وايضا قال سمى الرسول نورًا لان اول شئ اظهره الحق بنور قدرته من ظلمة العدم كان نور محمد صلى الله عليه وسلم كما قال اول ما خلق الله نورى-

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং সমুজ্জ্বল কিতাব এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন প্রথমটা (অর্থাৎ নূর) মানে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আর দ্বিতীয়টা (অর্থাৎ কিতাব) মানে হচ্ছে ক্বোরআন মাজীদ (তিনি আরো বলেছেন) রাসূলকে নূর এজন্যই বলা হয়েছে যে, তিনিই সর্বপ্রথম সৃষ্টি, যাকে আল্লাহ্ তার কুদরতের আলো দ্বারা অস্তিত্বহীনতার আড়াল থেকে প্রকাশ করে দিয়েছেন, যেমন এ প্রসঙ্গে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।"

[তাফসীরে রুহুল বয়ান: পৃষ্ঠা ২/৩৭০, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত হতে মুদ্রিত]

আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ্ পানীপথ্বী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

قد جاءكم من الله نور يعنى محمد صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে নূর এসেছে অর্থাৎ নূর দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-ই উদ্দেশ্য।

[তাফসীর মাযহারী, পৃষ্ঠা-৩/৬৭]

আল্লামা ইমাম সাভী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

قد جاءكم من الله نور وهو النبى صلى الله عليه وسلم اى سمى نور لانه ينوّر البصائر ويهديها للارشادولانه اصل كل نور حسى ومعنوى-

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। আর সেই নূর হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তাকে নূর এ জন্য বলা হয়েছে যে, তিনি অন্তর্দৃষ্টিগুলোকে আলোকিত করেন এবং সেগুলোকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তদুপরি তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও ভাবগত তথা জাহেরী ও বাতেনী প্রতিটি নূরের মূল।

[তাফসীরে সাভী আলাল জালালাইন: পৃষ্ঠা- ১/২৫৮, মিশর থেকে মুদ্রিত]

বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فيه اقوال الاول ان المراد بالنور محمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب القران-

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। এখানে ভিন্ন ভিন্ন মতামত আছে তন্মধ্যে প্রথমত: নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য ক্বোরআন মাজীদ। অতঃপর ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আরো বলেন, যারা নূর দ্বারা "ক্বোরআন" বুঝাতে চান

هذا ضعيف لان العطف يوجب المغائرة بين المعطوف و المعطوف عليه-

অর্থাৎ এই অভিমত দুর্বল। কারণ 'আতফ' (ব্যাকরণগত সংযোজন) 'মা'তুফ' (সংযোজিত) ও 'মাতুফ আলায়হি' (যার সাথে সংযোজন করা হয়েছে) এর মধ্যে ভিন্নতা বাধ্য করে।

[তাফসীরে কবীর: পৃষ্ঠা ৩/৩৯৫]

বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম বগভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর তাফসীরে বলেন, قد جاءكم من الله نور يعنى محمد صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের নিকট নূর এসেছে, উক্ত নূরের মর্মার্থ হলো আক্বা ও মওলা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

[তাফসীরে মা'আলিমুত তানযিল: পৃষ্ঠা ১/২৭৩]

ইমাম ইবনে জরীর ত্বাবারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন-

القول فى تاويل قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يقول جل شانه لهؤلاء الذين خاطبهم من اهل الكتاب قد جاءكم يا اهل التوراة والانجيل من الله نور يعنى بالنور محمد صلى الله عليه وسلم الذى نور الله به الحق واظهر به الاسلام الخ-

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের বাণী নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। এবং ব্যাখ্যা হচ্ছে মহান আল্লাহ্ এসব কিতাবী সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, ওহে

তাওরীত ও ইনজীল-এর ধারক ও বাহক নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে নূর মানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বুঝিয়েছেন। যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা সত্যকে আলোকিত করেছেন এবং ইসলামকে প্রকাশ করেছেন। [জামেউল বায়ান:পৃ.৬/৯২]

আল্লামা ইমাম শরবীনী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, قد جاءكم من الله نور هو محمد عليه الصلوة والسلام অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। নূর হলো হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম। [তাফসীরে সিরাজুম্ মুনীর: পৃষ্ঠা ৩৬০]

আল্লামা মোল্লা মঈন কাশেফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين- گفته اند كه نور حضرت رسالة پناه صلى عليه وسلم است وكتاب مبين قران

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। বর্ণিত হয়েছে যে, নূর মানে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং সুস্পষ্ট কিতাব মানে ক্বোরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে।

[তাফসীরে হোসাইনী: পৃষ্ঠা ২৪২]

ইমাম কাজী আয়াজ মালেকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

وقال القاضى عياض المالكى فى كتاب الشفاء : قد سماه الله تعالى فى القران فى غير هذا الموضع نورًا وسراجًا منيرًا فقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين-

ইমাম কাজী আয়াজ মালেকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কিতাবুশ্ শিফায় উল্লেখ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন মাজীদে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নূর ও সমুজ্জ্বল প্রদীপ নামে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।

[শিফা শরীফ: ১/১১পৃষ্ঠা, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন,

اى لظهور الحق عليه الصلاة والسلام لانه يهتدى به من الظلمات الى النور- (الشفاء১/৫১)

অর্থাৎ নূর দ্বারা রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য, কেননা তাঁর দ্বারা সত্য প্রকাশ হয়েছে। যেমনিভাবে তাঁর দ্বারা অন্ধকার হতে আলোর দিকে ফিরে আসে।

তাফসীরে "সাওয়াত্বি উল ইলহাম" -এর ২৫২ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে-

قد جاءكم من الله نور وهو محمد صلى الله عليه وسلم-

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট নূর এসেছে। আর "নুর" মানে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি "তাফসীরে কুরতুবী" এর ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১১৮ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের নূর দ্বারা নূরে মুহাম্মদীকে (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মুরাদ নিয়েছেন।

আহলে হাদীসের ইমাম কাজী শাওকানী স্বীয় "তাফসীরে ফাতহুল কাদীর"-এর ২/২৩ পৃষ্ঠায় বলেন-

قال الزجاج النور محمد صلى الله عليه وسلم - فتح القدير:২/২৩

অর্থাৎ তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে "নূর" এসেছে। ইমাম যুজাজ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, এই নূর হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় তাফসীরে আরো বরেন- قال الزجاج النور محمد صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ ইমাম যুজাজ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, উক্ত আয়াতে "নূর" দ্বারা উদ্দেশ্য হল নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। [তাফসীরে কুরতুবী: ৬/১১৮]

বিখ্যাত মুহাদ্দীস ইমাম আবুল ফারাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

وقوله تعالى قد جاءكم من الله نور قال قتادة يعنى بالنور النبى محمد صلى الله عليه وسلم- تفسير زاد المسير-

অর্থাৎ আল্লাহর বাণী তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে "নূর" এসেছে। উক্ত আয়াত সম্পর্কে বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত কাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উক্ত নূরের মর্মার্থ হল নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নূর মোবারক।

[যা'দুল মাইসীর: ২/৩৬১ পৃ. মাকতুবায়ে ইসলামীয়া, বৈরুত হতে মুদ্রিত]

আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তার "জাওয়াহিরুল বিহার" গ্রন্থের ৪/২৫১ পৃষ্ঠায় বলেন,

قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور يعنى محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب مبين يعنى القران-

অর্থাৎ নূর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আর কিতাব দ্বারা ক্বোরআন বুঝানো হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ আবুস সউদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন,

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قيل المراد بالاول هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبالثانى القران-

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে এবং সমুজ্জ্বল কিতাব। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথমটা (নুর) মানে রাসূল। আর দ্বিতীয়টা কিতাব মানে হচ্ছে ক্বোরআন মাজীদ।

[তাফসীরে আবিস্ সাউদ: ৪/৩৬]

ইমাম আলী বিন আহমদ আল ওয়াহেদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

قد جاءكم من الله نور يعنى النبى صلى الله عليه وسلم- الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز المعروف تفسير الواحدى:১/৩১৩

অর্থাৎ আল্লাহর বাণী: তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে "নূর" এসেছে- এর মর্মার্থ হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

[তাফসীরে ওয়াহেদী: ১/৩১ পৃষ্ঠা, বৈরুত]

ইমাম আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ মাখলুফ ছা'লভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

قد جاءكم من الله نور وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - الجوهر الحسان فى تفسير القران المعروف تفسير الثعالبى:১/৪৫৩

অর্থাৎ আল্লাহর বাণী - তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। আর তিনি হলেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

[তাফসীরে ছা'লভী: পৃষ্ঠা ১/৪৫৩]

"তাফসীরে সিরাজুম্ মুনীর" এর ৬/১৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে-

قد جاءكم من الله نور وهو النبى صلى الله عليه وسلم - وكتاب مبين قران بين ظاهر- تفسير السراج المنير- مصنف الاستاذ الدكتور وهيته الزحيل:৬/১৩২

অর্থাৎ তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে নূর এসেছে। আর নূর হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

"তাফসীরে নাজমুদ্ দুরার"-এ বর্ণিত হয়েছে-

(قد جاءكم) عظمة بقوله معبرا بالاسم الاعظيم (من الله) اى الذى له الاحاطة باوصاف الكمال (نور) اى واضح النورية هو محمد صلى الله عليه وسلم- تفسيرنجم الدرر- تصنيف علامه برهان الدين ابى الحسن ابراهيم بن عمر البقاعى:২/৩১৯

অর্থাৎ তোমাদের নিকট মহান আল্লাহর তরফ হতে সুস্পষ্ট নূর এসেছে। আর তিনি হলেন নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

তাফসীরে কাদেরীর ১ম খণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায়ও অনুরূপ রয়েছে।

মাওলানা আবদুল কাদের দেহলভী রচিত তাফসীরের ১/১০৩ পৃষ্ঠায় নূরা দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে।

দেওবন্দী আলেম মৌলানা আমিনুল ইসলাম তাফসীরে নূরুল ক্বোরআনের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৬৭ পৃষ্ঠায় আলোচ্য আয়াতে "নূর" দ্বারা নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন। দেওবন্দীদের প্রসিদ্ধ মৌলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী তার "এমদাদুস সুলুক" গ্রন্থে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

حق تعالى درشان حبيب خود صلى الله عليه وسلم فرمو اهد نزد شما از طرف حق تعالى نور وكتاب مبين و مراد نور ذات پاك حبيب خدا صلى الله عليه وسلم است-

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শানে বলেন, তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট হতে এক নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। উক্ত আয়াতে নূর দ্বারা হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সত্তাকে বুঝানো হয়েছে।

[এমদাদুস সুলুক: পৃষ্ঠা ৮৫]

"তাফসীরে মা'রেফুল ক্বোরআন" এর অনুবাদে মাওলানা মহিউদ্দীন খান ৪২৮ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের অনুরূপ অনুবাদ করেছেন।

"তাফসীরে মাজেদী"-এর ২/৫০৯ পৃষ্ঠায় সূরা মায়েদা আয়াত নম্বর ১৫, হাশিয়া নম্বর ৭৩-এ বলা হয়েছে যে, নূরের অর্থ হল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আর কিতাবে মুবিন দ্বারা পবিত্র ক্বোরআনকে বুঝানো হয়েছে যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি নাযিল হয়েছিল। (ইবনে জরীর) এভাবে "মায়ারেফুল ক্বোরআনে" ও মুফতি শফি দেওবন্দী একই কথা বলেছেন। সুতরাং যে বা যারা এ কথা লিখে উপরিউক্ত আয়াতে নূর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয় নাই এবং তিনি নূর হতে সৃষ্টি নয় তারা যে, অবশ্যই পথভ্রষ্ট ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শানে কঠুক্তি কারী, পবিত্র ক্বোরআনের অপব্যাখ্যাকারী তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এবং তারা স্বীয় ঘরের খবর ও রাখে না। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের যুগ হতে যেমন মুফাসসিরকুল সম্রাট হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা সহ প্রত্যেক যুগের হক্কানী শ্রেষ্ঠতম তাফসির বিশারদগণ উক্ত আয়াতে "নূর" হতে আক্বা ও মাওলা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মুরাদ নিয়েছে। প্রায় ৩০টির কাছাকাছি তাফসিরগ্রন্থের উদ্ধৃতি পৃষ্ঠা নম্বর সহ উল্লেখ করা হয়েছে। আরো অনেক তাফসীরে একথা রয়েছে।

✍ **আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আলী**
সারজা, আরব আমিরাত।

প্রশ্ন: পবিত্র ক্বোরআন মাজিদে কয়জন মাহিলার নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে? এবং সাহাবা কেরামের মধ্যে কয়জনের নাম স্পষ্ট উল্লেখ আছে? নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতি সহ বিস্তারিত জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর: তাফসীরে নূরুল ইরফানে হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা কারেছেন যে, পবিত্র ক্বোরআন মাজীদে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম এর মাতা হযরত মরিয়ম আলায়হিস্ সালাম ব্যতীত আর কোন মহিলার নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। হযরত মরিয়ম আলায়হিস্ সালাম এর নামে ক্বোরআন মাজীদে একটি সূরাও অবতীর্ণ করা হয়েছে। যার নাম সূরা মরিয়ম। তদ্রুপ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শুধু হযরত যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নাম সুস্পষ্টভাবে ক্বোরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে। চন্দ্র মাসের মধ্যে শুধু রমজান মাসের কথা সুস্পষ্টভাবে পবিত্র ক্বোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

[তাফসীরে নুরুল ইরফান,সূরা মরিয়ম বাংলা সংস্ককরণ, পৃষ্ঠা ৮৮১, ও তাফসীরে খাযাইনুল ইরফামান কৃত: সদরুল আফাযিল সাইয়্যিদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি সূরা আলে ইমরান, পৃষ্ঠা ১১৫ ইত্যাদি]

✍ **মাওলানা মুহাম্মদ মুসা আলকাদেরী**
নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

প্রশ্ন: কিছু দিন পূর্বে আমাদের এলাকায় একজন ব্যক্তি ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক শাদী/ আকদ করে নতুন বধুকে ঘরে নিয়ে আসার পর পর হঠাৎ ঐ ব্যক্তি মারা যায় এমনকি নতুন বধুর সাথে সহবাস করার সময়-সুযোগও পায়নি। উক্ত ব্যক্তির পূর্বের সংসারে একটি যুবক ছেলে আছে। ঐ স্ত্রী পূর্বে মারা যান। আগের সংসারের তার ঔরসজাত যুবক ছেলেটি এখন ঐ ব্যক্তির নতুন বধুকে অর্থাৎ সৎ মাকে বিবাহ করে স্বামী স্ত্রী হিসেবে সংসার চালিয়ে যাচ্ছে। এলাকায় এ বিষয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলছে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক শুদ্ধ হয়নি। কেউ বলছে অসুবিধা হয়নি। এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ফতোয়া গ্রন্থের প্রমাণসহ উত্তর প্রদানের অনুরোধ রইল।

উত্তর: ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক উক্ত ব্যক্তির আগের সংসারে যুবক ছেলের জন্য তার পিতার নতুন বধুকে (তার সৎমাকে) বিবাহ করা সম্পূর্ণ হারাম। তার পিতা তার সৎ মায়ের সাথে সহবাস করুক বা না করুক। পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

ولاتنكحوا ما نكح أباءكم من النساء الاية

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পিতাদের বিবাহিত স্ত্রীদেরকে অর্থাৎ তোমাদের সৎ মাতাদেরকে বিবাহ করো না। [সূরা নিসা]

রদ্দুল মুহতার, ২য় খণ্ড নিকাহ্ অধ্যায়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

تحرم زوجة الاصل والفرع بمجرد العقد دخل بها أولا-

অর্থাৎ পিতার স্ত্রী (সৎ মাতাকে) ছেলের জন্য বিবাহ্ করা তদ্রুপ স্বীয়পুত্র বধু পিতার জন্য বিবাহ করা হারাম। সহবাস হোক বা না হোক।

[রদ্দুল মোহতার ২য় খণ্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা]

ফতোয়ায়ে ফয়জুর রসূল মুফতি জালাল উদ্দীন আমজাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

سوتیلی ماں سے نکاح کرنا حرام ھے خواہ
باپ نے اس سے ھمبشری کی ھویا نہ کی ھو-

অর্থাৎ সৎ মাতাকে বিবাহ করা হারাম। পিতা উক্ত মহিলার সাথে সহবাস করুক অথবা না করুক।

[ফতোয়ায়ে ফয়জুর রসূল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬৭]

সুতরাং উপরিউক্ত উদ্ধৃতি সমূহের আলোকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রশ্নে উল্লিখিত মারা যাওয়া ব্যক্তির পূর্বের সংসারের যুবক ছেলে স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর তার সৎমাতাকে শাদী করে সংসার করা শরীয়ত মোতাবেক সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। যদি ইসলামী শরীয়তের মাসয়ালা না জানার কারণে অজ্ঞতা বশত: করে থাকলে জানার সাথে সাথে উভয়ে পৃথক হয়ে যাবে আর আল্লাহর দরবারে খালিছ নিয়তে তাওবা করবে। সমাজের মুরব্বী ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের উপর একান্ত দায়িত্ব হলো অতিসত্তর উভয়কে পৃথক করে দেয়া, নতুবা তারাও গুনাহগার ও গজবের ভাগী হবে। এটাই ইসলামী শরীয়তের ফতোয়া ও ফায়সালা। الله وسوله اعلم بالصواب

[পবিত্র ক্বোরআন, সূরা নিসা আয়াত নম্বর - ২২, রদ্দুল মোহতার: কৃত ইমাম ইবনে আবেদীন শামী হানাফী রহ. ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৯৭, ও ফতোয়ায়ে ফয়জুর রসূল কৃত: মুফতি জালাল উদ্দীন আমজাদী রহ. ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ শওকত হোসাইন, হাফেজ মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন**
ছাত্র: জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

◈ **প্রশ্ন:** আমাদের এলাকায় একজন সম্মানিত সুন্নি আলেম ইন্তেকাল করেছেন। তিনি ইন্তেকালের পূর্বে পরিবারের সদস্যদেরকে মহল্লার কবরস্থানে দাফন না করে স্বীয় ঘরের সামনে কাচারি ঘরে দাফন করার কথা বলে গেছেন। জানার বিষয় হলো উক্ত আলিমকে বা সমাজের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যু ও নামাযে জানাযার পর মহল্লার কবরস্থানে দাফন না করে তাঁর কথা মতো নিজস্ব কাচারি ঘরে দাফন করা শরীয়তসম্মত কি না জানালে উপকৃত হব।

উত্তর: উপরিউক্ত বিষয়ে হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য ফতোয়া গ্রন্থ ''তানভী'রুল আবছার'' ও ''আদ্-দুররুল মুখতার'' -এ দাফন সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

ولا ينبغى ان يدفن الميت فى الدار ولوكان صغيرًا لا حتصاص هذه السنة بالا نبياء- الدر المختار

অর্থাৎ কোন ময়্যেতকে ঘরে দাফন করা যাবে না। যদিও নাবালেগ হয়। যেহেতু ঘরে দাফন করার সুন্নাত বা বিধান সম্মানিত নবীগণের (আলায়হিমুস্ সালাম) জন্য নির্দিষ্ট।

[আদ্-দুররুল মুখতার, কৃত: আল্লামা আলাউদ্দীন হাসখফী হানাফী রহ. ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৫]

উপরিউক্ত মাসআলা প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে আবেদীন শামী হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

ولا يدفن صغير ولا كبير فى البيت الذى مات فيه فان ذالك خاص بالانبياء بل ينقل الى مقابر المسلمين ومقتضاه انه لايدفن فى مدفن خاص كما يفعله من يبنى مدرسة ونحوها ويبنى له بقربها مدفنأ- (رد المحتار لابن عابربن الشامى الحنفى)

অর্থাৎ বয়সে ছোট হোক কিংবা বড় হোক কোন মরদেহ স্বীয় গৃহে দাফন করা যাবে না, যে ঘরে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন। কেননা স্বীয় গৃহ বা হুজরায় দাফন করা সম্মানিত নবীগণের জন্য নির্দিষ্ট। অন্যান্য মৃত ব্যক্তিকে মুসলিম করবস্থানে দাফন করা হবে। অর্থাৎ নবী ছাড়া অন্য কারো জন্য বিশেষভাবে দাফনের স্থান নির্ধারণ করে সেখানে দাফন করা যাবে না। যেমন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাদরাসার নিকটবর্তী নির্দিষ্ট স্থানে নিজের জন্য দাফনের জায়গা নির্ধারণ করে থাকেন সেখানে কোন কবরস্থান নেই। এটা ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

[রাদ্দুল মোহতার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৫, বাহরুর রায়ে কশরহে কনজুদ্ দাকায়েকে ও একই মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৩]

তবে বিশিষ্ট হক্কানী উলামায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কামেলীন, শহীদগণ,ন্যায়পরায়ণ বাদশাদ, বিশেষ দ্বীনদার, আল্লাহ্ ওয়ালা ব্যক্তিবর্গকে সাধারণ কবরস্থান বা নির্দিষ্ট পারিবারিক কবরস্থানের এক পার্শ্বে দাফন করে কবরের চারপাশে মানুষের জিয়ারত, দোয়া, দরূদ ও ক্বোরআন তেলাওয়াতের সুবিধার্থে এবং উক্ত আল্লাহ ওয়ালার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে ঘর, গম্বুজ নির্মাণ করা শরীয়ত মোতাবেক জায়েযও মুসতাহসান বলে বিশিষ্ট ফকীহ্ ও মুফতিগণ ফতোয়া/ ফায়সালা প্রদান করেছেন।

[মেরকাত শরহে মেশকাত,কৃত: হযরত মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহ. ইত্যাদি]